R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ২৮শে নভেম্বর ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

আগুন নিয়ে খেলা

অনুপ ঘোষাল ঃ আগুন শত্রু-মিত্র ভাল-মন্দ বেছে পোড়াতে জানে না। যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে—এপক্ষ ওপক্ষ সকলের গায়েই আঁচটা লাগে, কেউ রেহাই পায় না। গত বুধবার (২১ নভেম্বর) মধ্য কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আচম্বিতে যে হিংসার প্রদর্শন দেখল, তার সঙ্গে বাঙালির সহনশীল মানসিকতা কিছুতেই খাপ খায় না। 'আচম্বিতে' কথাটা বোধহয় একটু ভুল বললাম। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের উস্কানিতে আন্দোলনকারীরা হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন। যথেষ্ট সোডার বোতল ইটপাটকেল ছোঁড়া হল, দোকানপাট ভাঙচুর হল, গাড়ি জ্বলল একের পর এক। ভাগ্যিস সেনা নামানো হল চটপট, ফলে দাঙ্গাটা ঠিক লাগল না। কলকাতা জোর বেঁচে গেল। ক্ষোভের এই প্রকাশটা হয়তো হঠাৎই, কিন্তু প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাতে কোন ঘাটতি যে উদ্যোক্তাদের ছিল না—সেটা বুঝতে অপরাধ-বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন পড়ে না। কলকাতা মহানগর—সেখানে সংঘর্ষের জন্য ছুরিচপার, পাইপগান-পিস্তল, বোমা-আর ডি এক্স পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন—অত ইঁটপাটকেল পাথর কোথা থেকে এল সেদিন! ওগুলো আগেই বস্তাবস্তা বোঝাই করে অলিতেগলিতে মজুত করে রাখা ছিল না কি? টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলের টাটকা ছবিতে দেখছিলাম—নিতান্ত অল্পবয়েসি ছেলেরা এক অদ্ভুত উন্মাদনায় দেদার ইঁটপাথর ছুঁড়ে চলেছে। সকলে নিশ্চয় মানবেন, বাড়ি থেকে বস্তা ঘাড়ে করে ছুঁড়ে মারবার সরঞ্জাম কেউ নিয়ে আসেনি। ওগুলো যারা সরবরাহ করেছিল বা উস্কানি দিয়েছিল—হামলাকারীরা নয়, তারাই কলকাতার এই কলঙ্কের মূল হোতা। কে বলতে পারে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ, বারানসি বা লক্ষ্ণৌ-এর বোমাবাজি এই অঘটনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়? আগুন একবার জ্বললে সেটা ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয় না।

সাধারণ মানুষকে একটা চটকদার ইস্যুতে নাচিয়ে দেয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু যাঁরা নাচাচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যটা যদি ধরতে না পারি আমরা তবে এমন ধুন্ধুমার কান্ড বারবার ঘটবে। শুধু কলকাতায় নয়, অন্যত্রও ঘটবে। গোটা দেশে ঘটবে। এই গন্ডগোলটা যারা পাকাতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্যটা কী? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, যে কারণেই হোক, এই ধর্মনিরপেক্ষ তকমা আঁটা রাষ্ট্রেও চেতনে কিংবা অবচেতনে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কেন ভোগেন, সেই আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, এক অসহায়তাবোধের (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার রমাকান্তপুর, কালোপুর, খড়িবোনা এবং দিয়াড়পাড়া গ্রামের আশিজন গ্রামবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত এক অভিযোগপত্র আমাদের দপ্তরে এসেছে। তাতে ঐ এলাকার রেশন ডিলার নারায়ণচন্দ্র সরকারের (এম. আর সপ নং ২৫) বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে গণবন্টনের নামে কেরোসিন তেল ১১ টাকা লিটার আদায় করা, বিপিএল প্রাপকদের ১৭৫ গ্রাম মাল দেয়া, প্রতিটি সামগ্রী বিলি না করে কালোবাজারে বিক্রী করা, ক্যাশ মেমো না দেয়া, (শেষ পৃষ্ঠায়)

জেলা দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

অসিত রায় ঃ রঘুনাথগঞ্জ আদর্শ ব্যায়ামাগারের দ্বিতীয় বছরের জেলা দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো গত ২২ নভেম্বর রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। সমীর হালদারের যোগাসন দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। বহরমপুরের ১৩ জন এবং স্থানীয় ১৭ জন প্রতিযোগী নিয়ে তিনটে গ্রুপে প্রতিযোগিতা হয়। 'এ' গ্রুপে প্রথম হন বহরমপুর রেনেশা এ্যাথেলেটিক ক্লাবের শিপুল দাস, 'বি' গ্রুপে সংস্থার সদস্য রাজেশ হালদার প্রথম এবং 'সি' গ্রুপের প্রথম বহরমপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল।

গণতন্ত্র বা গরিষ্ঠমত

বর্তমান ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ বলা হইয়া থাকে। পূর্বের সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে এক একটি অঙ্গরাজ্য যখন স্বাধীন হইতে শুরু করিল, তখন যে সব রাজ্য গণতন্ত্রকে তাহাদের নীতি হিসাবে বাছিয়া লইল, ভারত তাহাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তন হইল। সেখানে অধিকাংশ দেশগুলিতে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির সার্থক রূপায়ণ ঘটিল। তবুও ভারতের সমস্যাগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে কেন! এই সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ বলিয়া বুদ্ধিজীবীরা মনে করিতেছেন। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে—গণতন্ত্র একটি উচ্চ স্তরের সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোও তাহার গুরুত্ব হারাইতে পারে যদি গণমত শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। আজকের গণতন্ত্রের সেই বিপদই দেখা দিয়াছে। গণমত বা মেজোরিটি মতামত আজ শতধা বিভক্ত। বর্তমানে কয়েকশত দল তাহাদের দলীয় নীতিই একমাত্র সত্য এই কথা মনে করায়, কাহারও সহিত কাহারও মিল হইতেছে না। সকলেই মনে করিতেছে তাহারাই গণতন্ত্রের বা গরিষ্ঠ মতের একমাত্র সমর্থন পাইতে পারে। বর্তমানে তাই ভারতের গণতান্ত্রিক দেহকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পূতি-গন্ধময় এক রোগগ্রস্ত দেহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরের এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় দেহ অচল হইয়া চলৎশক্তি হারাইয়া পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেকটি দলের সহিত অপর দলের অহি নকুল সম্পর্ক। কোন দলকেই গণতন্ত্রের আদর্শ বলা যায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি অখন্ড সর্বোপকারী গণমত। সকলের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠী ভাবনার প্রসার একান্ত আবশ্যক। পরিবার সুলভ ভাবনার উদ্দীপনের দ্বারা সকলের প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত সর্বসম্মত মতবাদ পাওয়া যাইতে পারে। নতুবা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণে রত গণমতের কোন গণতান্ত্রিক মূল্যই থাকে না। সর্ব-সম্মত মতকে আবিষ্কার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রয়োজন কয়েকটি বিশেষ গুনের অনুশীলন। ত্যাগ, শ্রদ্ধা, পরমত সহিষ্ণুতা, সকলের প্রতি প্রেম প্রীতি-ভালবাসা প্রভৃতি। অন্যের ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সকল আদর্শকে সঠিক বিশ্লেষণ করিয়া সর্বগ্রাহ্য এক অখন্ড আদর্শের গ্রহণই প্রকৃত গণতন্ত্র। সকল সময় মনে রাখিতে হইবে—"ভিন্ন মতির্হি লোকাঃ"। কিন্তু তথাপি সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনে সর্বগ্রাহ্য অখন্ড মতের ধারণ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সকল মতকে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া এক অখন্ড সর্বগ্রহণীয় মতবাদ সৃষ্ট করিয়া তাহাকেই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকেই বলে প্রকৃত গণতন্ত্র বা গরিষ্ঠ মত। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষেত্রে—নান্য পন্থাঃ।

বন্‌ধ্‌ কালচার

শীলভদ্র সান্যাল

যদি প্রশ্ন করা হয়, ভারতবর্ষের কোন্ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি 'বন্‌ধ্‌' হয়? তবে উত্তর হবে: পশ্চিমবঙ্গ। সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ দিন-আনা দিন খাওয়া, খেটে খাওয়া মানুষ কি বন্‌ধ্‌ সমর্থন করেন? তবে উত্তর হবে, না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা, যাঁরা প্রত্যক্ষ-ভাবে কোনও ছাত্র সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন—তাঁরা কি বন্‌ধ্‌ সমর্থন করেন? তবে নিশ্চিতভাবেই উত্তর আসবে: না। রাজ্যে যাঁরা বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কি বন্‌ধ্‌ সমর্থন করেন? উত্তর হবে, না। যাঁরা নিত্য অথবা দূরপাল্লার যাত্রী তাঁরা? তাঁরাও উত্তর দেবেন, না। কারণ বন্‌ধ্‌ মানেই সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুর্ভোগ, দিন মজুরদের মাথায় হাত। বন্‌ধ্‌ মানেই একদিনের জন্য উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া—যার নিট ফল রাজ্যের কোটি কোটি টাকা লোকসান। যাঁদের পথে বেরোতেই হবে, তাঁদের কাছে বন্‌ধ্‌ মানেই টেনশন, রিস্ক্‌; অনিশ্চয়, আতঙ্ক। বন্‌ধ্‌ মানেই হৃদকম্প জাগানো শ্লোগান, মিছিল, অবরোধ, ভাঙচুর, আগুন, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, গুলি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত, সব মিলিয়ে সে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। বন্‌ধ্‌ মানেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অবাধ বিস্তার, সুযোগসন্ধানী সমাজবিরোধীদের দাপাদাপি; গুন্ডাতন্ত্র, মস্তানতন্ত্রের অসহ্য বেয়াদপি! বন্‌ধ্‌ মানেই মানবিকতাহীন, চেতনাহীন কিছু লোকের অহংবোধ সর্বস্ব জান্তব বর্বরতা—যার হাত থেকে হাসপাতালগামী পূর্ণগর্ভা প্রসূতি অথবা গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিও রেহাই পায়না, স্কুল কলেজ অথবা চাকুরির জরুরি পরীক্ষাগুলি বন্ধ হয়ে যায়—অনেকের চোখেই নেমে আসে অনিশ্চয়তার অন্ধকার, কলকারখানার উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ 'বন্‌ধ্‌' মানেই সাধারণ জনজীবনে একদিনের জন্য সাময়িক মৃত্যু— যা রাজ্যের সর্বত্র জীবনের স্পন্দনকে থামিয়ে দিয়ে ডেকে আনে শ্মশানের শান্তি, সর্বত্র তৈরী করে ভয়, আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের এক রুদ্ধশ্বাস অদৃশ্য বাতাবরণ—চেষ্টা করেও আমরা যাকে অতিক্রম করতে পারিনা, ক্ষোভ ঘৃণা ও সংশয়ের কুটিল আবর্তে পড়ে ভেতরে ভেতরে কেবলই ঘুরপাক খাই—আমাদের অন্তর্লীন বিপন্ন চেতনা নানাবিধ জবাব-না-মেলা প্রশ্নে আলোড়িত হয়, কিন্তু বাইরে পাবলিকলি আমরা মুখ ফুটে কেউ কিছু বলিনা; কারণ সাধারণ ছা-পোষা বাঙালি, কে-ই বা সাধ করে চিহ্নিত হতে চায়! নৈতিক মূল্যবোধের তাড়না এবং তজ্জনিত নানাবিধ প্রশ্নের আলোড়নও সাম্প্রতিককালে অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে বোধ হয়। কেমন যেন এক ধরনের নির্বিকার ও নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ইদানিং আমরা বন্‌ধ-এর দিনগুলিকে সাবলীলভাবে পেরিয়ে যাই! পড়ে পাওয়া চোদ্দআনার মত দিব্যি একটা দিনের বাড়তি ছুটি ভোগ করার মেজাজে একটা নিষ্কর্মা দিন কাটিয়ে দিই—তাস খেলে, আড্ডামেরে, সি, ডি-তে গান শুনে! বন্‌ধ-এর দিনটি যদি শুক্র অথবা সোমবার হয় এবং মাঝখানে পড়ে সেকেন্ড অথবা ফোর্থ সাটার ডে অথবা কোন হলিডে—তবে তো আর কথাই নেই, টানা তিনদিন একেবারে আদরে সোহাগে মাখো-মাখো ছুটি সম্ভোগ! আগে পরে ছুটি নেই—এরকম সপ্তাহের মাঝামাঝি বন্‌ধ পড়ে গেলে, আমরা সবিশেষ বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করি, বন্‌ধ ডাকার আর দিন পেলেনা বেটারা! রাতবিরেতে কোনও বৃদ্ধ প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে সম্ভাব্য শ্মশান-যাত্রীদের কেউ কেউ যেমন মনে মনে গজরান, 'মরবার আর সময় পেল না বুড়ো'! এও অনেকটা সেই রকম। এক শ্রেণীর লোকের কাছে বন্‌ধ যেমন দুর্ভোগ, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা, অন্য একটি শ্রেণী—যাঁরা মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী বাবুসম্প্রদায়—তাঁদের কাছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের গাড়ী ভাঙচুর—প্রহৃত নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ নভেম্বর বন্‌ধ-এর সমর্থনে প্রচারে গেলে কংগ্রেসের গাড়ি ভাঙচুর করে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। ঘটনাটি ঘটে ১১ নভেম্বর সন্ধ্যেয় কাঁকুড়িয়া মোড়ের কাছে। প্রচারে তখন গাড়ীতে ছিলেন ধুলিয়ান টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক নেপু সেখ ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্য। খবরে প্রকাশ কাঁকুড়িয়া মোড়ে হার্মাদ বাহিনীর নেতা বাসির সেখের নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রচারের গাড়ীতে হামলা চালিয়ে কংগ্রেস নেতা নেপু সেখ, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ও গাড়ির চালক আবু তাহেরকে মারধোর করা হয়। এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে সমসেরগঞ্জ থানা নিতে অস্বীকার করে। ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মিরা থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং সোমবার সকালে দোষীদের গ্রেফতারের দাবীতে ধুলিয়ানে মিছিল বার হয়।

নাট্যমোদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর শহরের নাট্যমোদী সনৎ পাইন (৬৫) গত ৭ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এক সময় সনৎবাবু মৌসুমী নাট্যসংস্থাসহ বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান করণিকের দায়িত্বে ছিলেন বহু দিন। গণনাট্য সংঘ ও জাঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সনৎবাবুর মরদেহে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বামফ্রন্ট সরকারের

গৌরবময় ৩০ বছর

কৃষির সাফল্য শিল্পায়নের ভিত্তি

কৃষিতে এ রাজ্য প্রথম সারিতে। ভূমিসংস্কারের সফল রূপায়ণে গ্রামীণ ও মূলত কৃষিজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পঞ্চায়েত এলাকায় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৮০৮ (১৬) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৪/১১/০৭

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে ব্রীজের পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে ব্যবসা ও বসবাসের উপযোগী নূতন দ্বিতল মজবুত বাড়ী বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন।

মোঃ ৯৪৩৪০৬৪২৩১

সময় দপুর ১২টা হইতে ২টা

বন্‌ধ্‌ কালচার (২য় পৃষ্ঠায় পর)

বন্‌ধ্‌ স্রেফ একটি নির্জলা ছুটি ছাড়া তো আর কিছু নয়। উভয়ের কাছেই রাজনৈতিক চেতনার কোনও দূরতম সংযোগও নেই। অর্থাৎ বন্‌ধ-এর রাজনৈতিক তাৎপর্যটিকে (যদি কিছু থেকে থাকে) সাধারণ জনজীবনের চেতনার সঙ্গে সার্বিক ও ওতঃপ্রোতভাবে মিলিয়ে নেওয়া হয় না, পেশিবল ও রক্তচক্ষু দেখিয়ে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় কেবল। আমরাও মুখ বুজে সব মেনে নেই, মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না বলে। বন্‌ধ-এর তাৎপর্য্য আমাদের কাছে ইদানিং মূল্যহীন। এর সাফল্য—ব্যর্থতা নিয়ে মাথা ঘামাতে বয়েই গেছে আমাদের! খবরের কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে জোরদার মতামত প্রকাশ করা হয়—আমরা তার আঁচ পোহাই, রাজনৈতিক নেতারা বন্‌ধ সফল ও ব্যর্থ করার জন্য যুগপৎ আমজনতাকে অভিনন্দন জানান। এক অদ্ভুত প্যারাডক্সের নাগরদোলায় দোল খাই আমরা! বন্‌ধ সফল? ঠিক! বন্‌ধ ব্যর্থ? তাও বেঠিক নয়! অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদরা যেখানে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করছেন! এই ঠিক-বেঠিকের ঘাত-প্রতিঘাতে তাড়িত হ'তে হ'তে এক হিং-টিং ছটিয় ডিলেমার শিকার হই আমরা। সবাই হাততালি দিচ্ছে দেখে আমরাও হাততালি দেই; সবাই হাত উঁচালে, আমরাও হাত উঁচাই, সবাই চিৎকার করলে, আমরাও চিৎকার করি। আমরা আমজনতা। এ-ই আমাদের চরিত্র। প্রতিধ্বনি ও অনুকরণ সর্বস্ব। শ্যামাসঙ্গীতে আছে না, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! আমি ঘর, তুমি ঘরনী। যেমন চালাও তেমনই চলি। যেমন বলাও, তেমনই বলি। তেমনই নেতারা হলেন যন্ত্রী। আমজনতা হল যন্ত্র। তাদের মন নেই। চেতনা নেই। ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অভিরুচি কিছুই নেই। জননেতার ইচ্ছা। নেতার কথাই জনতার কথা। নেতারা বন্‌ধ ডাকবেন। জনতা বন্‌ধ পালন করবেন। এটাই দস্তুর। সেই বোধহীন, ইচ্ছাহীন, চেতনাহীন জনতাও বন্‌ধ-এর রাজনীতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত। জড়ত্বের অন্ধকারে এখনও প্রাণের স্পন্দন কিছু অবশিষ্ট আছে বলেই বোধ হয় এই সদর্থক ক্লান্তিবোধ। নেতাদের তাতে থোরাই কেয়ার! তাঁরা বলেন, 'বন্‌ধ' হল এক সেরা রাজনৈতিক হাতিয়ার! কিন্তু, দীর্ঘ ব্যবহারে তা যে কবে ভোঁতা হয়ে কাঠের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে! তাতে কী! হাতিয়ার—তা সে ইস্পাতের হোক, কাঠের হোক—কী যায় আসে! যুদ্ধে উভয়ই দস্তুর! আর সে যুদ্ধ ভঙ্গি সর্বস্ব হলে বা ক্ষতি কী! এ-ই আমাদের বন্‌ধ্‌-কালচার! এই আমাদের প্রতিবাদের ভাষা! নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করার, নিজেদের দোষ-ত্রুটি-ব্যর্থতাকে চাপা দিয়ে আমজনতার নজরকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার, এমন জুতসই হাতিয়ার আর কীই বা আছে!

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জে পার্থ নাথের ইট ভাটা যেতে রাস্তার ওপর তিন কাঠা জায়গা (৫ ফুট ফ্রন্ট) বিক্রী আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

মোঃ ৯৪৭৪৩২১৪২৮

কনে সাজানো

বিয়েতে কনে সাজানো, মেহেন্দী পরানো, তত্ত্ব সাজানো একমাত্র আমরাই করে থাকি।

শান্তি সাহা, রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লী

মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯

এ. পি. ডি. আর এর সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ নভেম্বর দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের পুরোনো বিল্ডিং-এ এ. পি. ডি. আর-এর (গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি) এক ঘরোয়া আলোচনা সভা ও ঐ দিন বিকেলে সদরঘাটে প্রকাশ্য সভা হয়। উভয় সভায় রাজ্য নেতা সুজাত ভদ্র, জেলা সভাপতি সনৎ কর ও সম্পাদক হামিদ সরকার উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের অকথ্য নির্যাতন ও হয়রানি রুখতে এই সংস্থা মানুষের পাশে থাকবে বলে বক্তারা প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন। স্থানীয় কমিটির নিষ্ক্রিয়তা ও অসাধুতা নিয়েও নাকি আলোচনা হয়। পূর্বতন কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের ব্যাপারেও তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা যায়। সম্পাদক অশোক সাহাকে সভায় দেখা যায়নি।

জায়গা বিক্রী

উমরপুর পাওয়ার ষ্টেশনের সন্নিকটে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তিন কাঠা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগ—মোবাইল : ৯৮৩১০০২৯৯৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেণ্ডার

সুপারিনটেনডেন্ট জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগার ১/০১/২০০৮ হইতে ৩০/০৬/০৮ সময়ের জন্য জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগারে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন।

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৩/১২/০৭ বেলা ১০-৩০ মিঃ সময় এবং খোলার সময় ঐ দিন বেলা ১১ টায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগার অফিসে ৩১/১১/০৭ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

স্বাঃ/-
সুপারিনটেনডেন্ট
জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগার
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৮২২/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৬/১১/০৭

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা (১ম পৃষ্ঠায় পর)

বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতির সুজয় ভট্ট। তিনি চাম্পিয়ান প্রতিযোগী হিসেবেও পুরস্কৃত হন। প্রধান অতিথি বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ তাঁর ৯৭ বছরের নীরোগ জীবনের কথা প্রসঙ্গে বলেন—এই অবক্ষয়ের যুগে যুব সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ হতাশা আর গ্লানির মধ্যে দিন কাটাই। তার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় প্রয়োজনীয় ব্যায়াম, দেহচর্চা আর পরিমিত আহার। প্রতিযোগিতার শেষে ভারতশ্রী সমীর ঘোষের দেহ প্রদর্শনী দর্শকদের তৃপ্তি দেয়।

দুর্নীতির সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্তোদয় বা এ, পি, এল শ্রেণী ভুক্তদের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ মাল দেয়ার অভিযোগ এনেছেন। বঞ্চিত কার্ডধারীরা হিসাব মতো গত পাঁচ বছরে বেশী আদায় করা টাকা ফেরত দেবারও দাবী জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আগুন নিয়ে খেলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

কারণেই সামান্য সুযোগে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষত তরুণ সমাজ, শক্তি প্রদর্শনের অযাচিত খেলায় মেতে ওঠেন। কারা যে খেলাচ্ছে বা আগুনে ঘি ঢালছে—সেটা তলিয়ে দেখেন না।

এই তান্ডবের পিছনে উদ্দেশ্যটা কী! কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম—এক ধর্মভিত্তিক সংগঠনের প্রধান সিদিকুল্লাহ চৌধুরী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় মুখপাত্র হয়ে উঠছিলেন। দু' বছর আগেও যাঁর নাম জানতাম না, তাঁর ছবি টিভিতে পেপারে প্রায় প্রত্যহ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—হঠাৎ ইনি এত বড় নেতা হয়ে উঠলেন কী করে! জবাব জুটেছিল চটপট। প্রথমত তিনি সরকার-বিরোধী সুরে কথা বলছিলেন, যেটা বেশ উদ্দীপক। দ্বিতীয়ত—মুসলমান সমাজের হয়ে আলাদা করে কথা বলার জন্য পশ্চিমবঙ্গে তেমন কেউ ছিল না। মুসলমানদের মুখপাত্র হবার জন্য ফাঁকা ফিল্ড। এতে কারুর অসুয়া বা গাত্রদাহ হতেই পারে। আমার ধারণা তাঁদের কেউ বা কেউ কেউ প্রচারের আলো টানবার খায়েসে কলকাতার শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘু মানুষদের তাতিয়ে দিলেন। এখন লেখা প্রেসে দেবার সময় খবর পাচ্ছি, ইদ্রিশ আলিকে কংগ্রেস সাসপেন্ড করার পর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে পুলিশ ফাটকে পুরেছে। কংগ্রেস তাঁকে দলের সংখ্যালঘু সেলের প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে আজ অস্বীকার করতে চাইছে। অর্থাৎ কী দেখলাম? আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে ইদ্রিশসাহেব নিজেই ছ্যাঁকা খেয়ে বসলেন। আগুন নিয়ে খেললে এমনই হয়। (আগামী সংখ্যায়)

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

কল্পতরু

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল : ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।